গাংনীতে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।
দুটি গ্রুপে প্রাথমিক পর্যায়ের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।

সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শাজাহান রেজার সভাপতিত্বে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আলাউদ্দিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সহকারি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, মোঃ আরিফ হাসান ও মো: ওবায়দুল্লাহ।

এসময় জেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি গোলাম ফারুক, গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শাহাবুদ্দিন, গাংনী উপজেলা নব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান, সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অন্ডাম, সাংবাদিক নুরুজ্জামান পাভেল উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিযোগিতার মধ্যে একগ্রুপে শহীদ মিনার ও অপর গ্রুপে ভাষা আন্দোলন।

গাংনীর সাহারবাটি বাজারে তিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী সাহারবাটি বাজারে তিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বৃহষ্পতিবার দুপুরে সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুরস্থ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান, মেয়াদ উত্তির্ণ খাদ্য বিক্রির অভিযোগে বিশ^◌াস ট্রেডার্সকে ১২ হাজার টাকা, মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করা ও বাড়তি মুল্য নেয়ায় শামীম ট্রেডার্সকে দু’হাজার টাকা ও হাসেম ট্রেডার্সকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সেই সাথে সতর্ক করা হয়।

এসময় মেয়াদউত্তীর্ণ মালামাল পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়। অভিযানে সহায়তা করেন গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম।

গাংনীতে ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী গ্রেপ্তার

একটি মাদক মামলায় ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী বাকিরুল (৫০)কে গ্রেপ্তার করেছে গাংনী পুলিশ।

বৃহষ্পতিবার ভোর রাতে মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে এ উপজেলার দিঘলকান্দি গুচ্ছগ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। সে ওই গ্রামের মৃত আরজ আলীর ছেলে। তাকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, ২০১৩ সালে তার বিরুদ্ধে একটি মাদক মামলা হয়। ওই মামলায় সে পলাতক ছিল।

বাকিরুলের অনুপস্থিতিতে মামলার রায় ঘোষণা করেন বিজ্ঞ আদালত।

গাংনী বাজারে হার্ডওয়ারে দোকানে চুরির ঘটনায় গ্রেফতার এক

গাংনী বাজারের ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে টিনের চাল কেটে চুরির ঘটনায় হাউস নামের একজন কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার রাতে গাংনীর গোরস্থান এলাকার ভাড়াবাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত হাউস-(২৬) গাংনী উপজেলার কাষ্টদাহ গ্রামের ইউনুছ আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী রাত দুইটার সময় গাংনী বাজারের সাইদ হার্ডওয়ারের দোকানের টিনের ছাউনি কেটে নগদ টাকা চুরির ঘটনা ঘটে।

দোকান মালিক সাইদ হোসেনের অভিযোগের ভিত্তিতে দোকানের মধ্যে সিসি টিভি’র ফুটেজ গাংনী থানায় নিয়ে চোর সনাক্তের চেষ্টা করা হয়।

সিসি টিভি ফুটেজ দেখে হাউসকে সনাক্ত শেষে গাংনী থানার এসআই আব্দুর রাজ্জাক সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

থানা সুত্রে আরো জানা গেছে, গ্রেফতারকৃত হাউসের নামে এর আগে গাংনী থানায় বোমা বিষ্ফোরণ, ডাকাতি, গরু চুরিসহ মোট ৭ টি মামলা রয়েছে।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, হাউসকে গ্রেফতার পুর্বক আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এক সময়ের ডাকাতের গ্রাম এখন প্রবাসী গ্রাম

মেহেরপুর সদর উপজেলার টেঙ্গার মাঠ। এক সময় এ গ্রামের নাম শুনলেই আঁতকে উঠত মেহেরপুরসহ আশ পাশের জেলাবাসি। গ্রামের সকলেই চুরি ডাকাতি ছিনতাই ও রাহাজানিতে জড়িত ধারনায় ভয়ে থাকতো আশপাশের জেলার মানুষ। এখন আর কেউ চুরি ডাকাতি করে না।

আত্ম শক্তিতে বলিয়ান হয়ে গ্রামের সকলেই এখন স্বাবলম্বী। গ্রামটিতে বইছে শান্তির সুবাতাস। প্রতিটি পরিবারের সদস্যই এখন প্রবাসী। এক সময়ের চোরের গ্রাম এখন প্রবাস গ্রাম হিবে চেনে আশপাশের জেলাবাসী।

মেহেরপুর জেলা সদর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে টেঙ্গার মাঠ। অর্ধশত বছর আগে এখানে ছিল ধুধু মাঠ। ১৯৭৬ সালের দিকে জেলার কাজিপুর থেকে আকবর আলীসহ ৬ জন সেখানে বসতি স্থাপন করেন। অভাব অনটনের কারণে শুরু করে চুরি ডাকাতি ও ছিনতাই। শুধু দেশ নয়, ভারত থেকেও চুরি ডাকাতি করতো তারা। এলাকার কোন ডাকাতি ও গরু চুরির ঘটনা ঘটলে লোকজন খুঁজতে যেতো টেঙর মাঠে। ক্রমশঃ লোকজন বাড়তে থাকে গ্রামটিতে। সকলেই জড়িয়ে পড়েন চুরির পেশায়। এলাকার লোকজন চোরের গ্রাম আখ্যা দিয়ে কেউ আত্মীয়তা করতে চাইতো না। এমনকি ওই গ্রামের মানুষকে অন্য গ্রামের মানুষ কাজেও নিতে চাইতো না।

স্থানীয়রা জানান, ১৯৮৮ সালের দিকে তৎকালীন পুলিশ সুপার গিয়াস উদ্দীন উদ্যোগ নেন গ্রামের লেকজনকে সুপথে ফিরিয়ে আনার। সেই সাথে স্বাবলম্বী হবার স্বপ্ন দেখান। গ্রামের লোকজনকে খাবার ও পোশাক দেন। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সকলেই একতাবদ্ধ হন এবং যার কাছে যা আছে তা বিক্রি করে সমবায় সমিতি গঠন করে আকবর আলীকে বিদেশে পাঠায়। এভাবে গ্রামের লোকজন পর্যায়ক্রমে বিদেশ যেতে থাকে। গ্রামের প্রায় প্রতিটি পরিবারের লোকজন বিদেশ খেটে সাবলম্বী হয়েছেন। বর্তমানে গ্রামের দেড় শতাধিক ছেলে বিদেশে রয়েছেন। পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েরাও হাঁস মুরগি পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছে। গ্রামে স্থাপন করা হয়েছে দৃষ্টি নন্দন মসজিদ, ঈদগাহ ও বিদ্যালয়।

এক সময় যার নাম শুনলে কোলের শিশুরা ঘুমিয়ে পড়তো সেই সাবু ডাকাত জানান, স্বাধিনতা পরবর্তী সময়ে অভাব অনটন ছিল। জমি জিরাত না

মেহেরপুরের তথ্য বাতায়নে মিলছে না পূর্নাঙ্গ তথ্য!

জাতীয় তথ্য বাতায়নে মেহেরপুর জেলার তেমন কোনো তথ্যই মিলছে না। দুই-একটি তথ্য মিললেও সেটিও সীমিত পরিসরে। তাও আবার অধিকাংশ সরকারি অফিসগুলো তথ্যটিও হালনাগাদ করা নেই। বেশ কয়েক বছর আগে চলে যাওয়া কর্মকর্তার ছবি ও নম্বর এখনো দেখাচ্ছে সেখানে। দায়সারাভাবে এই ওয়েবসাইটটি পরিচালিত হওয়ায় তা তথ্য বিভ্রাটে পরিণত হয়েছে।

সরকার যখন তথ্য’র অবাদ প্রবাহ নিশ্চিত ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে কাজ করছে, ঠিক সে সময় জাতীয় তথ্য বাতায়নে তথ্য না থাকায় ক্ষোভ জানিয়েছে সুধি মহল। সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মকর্তাদের উদাসীনতা ও নজরদারি না থাকার কারণে জাতীয় তথ্য বাতায়নে তথ্য’র গড়মিল। আর অদক্ষতার জন্যই সরকারের একটি ভালো উদ্যোগ কেবল নাম পরিচয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। সচেতন মহলের দাবি, সকল দফতরের কর্মকর্তা- কর্মচারীর নাম, ছবি, মোবাইল নম্বরসহ পূর্নাঙ্গ ঠিকানা থাকতে হবে। তা না হলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পৌঁছাতে বেগ পেতে হবে। সচেতন মহলের মতে, সরকারের সকল বরাদ্দ ও প্রকল্পের ব্যয়সহ সকল উন্নয়নচিত্র সংশ্লিষ্ট দফতরের তথ্যবাতায়নে দিলে কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

গাংনী সাব রেজিস্ট্রার পদে মাহফুজ রানা কর্মরত থাকলেও তথ্য বাতায়নে নাম রয়েছে সাবেক সাব রেজিস্ট্রার ইমরুল হাসানের। উপজেলা শিক্ষা প্রকৌশল অফিসের কোনো তথ্যই নেই। নেই মৎস্য কর্মকর্তার তথ্য। উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা ও গুদাম কর্মকতার তথ্য নেই। হাসপাতালে বদলিকৃত ডাক্তারের নাম রয়েছে তালিকায়।

এদিকে গাংনী নির্বাচন অফিসার হিসেবে রশিদুল আলমের নাম রয়েছে। তিনি বর্তমানে খোকসা উপজেলায় কর্মরত। পল্লী বিদ্যুৎ শৈলেন্দ্র নাথ পালে নাম রয়েছে তিনি বদলি হয়েছে কয়েক বছর আগে। হিসাবরক্ষণ অফিসের পূর্ণাঙ্গ তথ্য নেই।

গাংনী থানার তথ্যবাতায়নে দেখা যায়, ৫ বছর আগে চলে যাওয়া তৎকালীন

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাসুদুল আলমের ছবি দেয়া রয়েছে। এখানে কোনো থানা কিংবা পুলিশ ক্যাম্পে কর্মরতদের নামের তথ্য নেই। আনসার ভিডিপি কর্মকর্তাদের নামের তথ্য থাকলেও আনসার সদস্যদের নামের তালিকা নেই তথ্য বাতায়নে।

এছাড়া কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়,নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোনো তথ্যই নেই বাতায়নে। ব্যাংক বীমা, মসজিদ, এতিমখানা গীর্জা, মন্দিরের কোনো তথ্যই নেই। বেশ কিছু ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সচিব, ইউপি সদস্য ও গ্রাম পুলিশের পূর্ণাঙ্গ তালিকা নেই। এ অবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদাসীনতা ও অদক্ষতাকে দায়ী করছেন স্থানীয়রা।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খাঁন জানান, তথ্য বাতায়নে সরকারি বা বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরসহ সকল তথ্য পূর্ণাঙ্গ না থাকাটা দুঃখজনক। দ্রত সময়ের মধ্যে সকল দফতরের তথ্য আপডেট করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে।

গাংনীতে সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি রবিউল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯ টায় উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের দিঘলকান্দি গুচ্ছ গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে গাংনী থানার সহকারী উপ-পুলিশ পরিদর্শক মো: রবিউল ইসলাম।

গ্রেফতারকৃত রবিউল ইসলাম চুয়াডাঙ্গা জেলার সিএন্ডবি পাড়ার বাসিন্দা। সে বর্তমানে গাংনী উপজেলার দিঘলকান্দি গুচ্ছ গ্রামের শ্বশুর আব্দুস সাত্তারের বাড়িতে বসবাস করে।

গাংনী থানার সহকারী উপ-পুলিশ পরিদর্শক মো: রবিউল ইসলাম বলেন, জে

আর মামলায় আদালত কর্তৃক ১ বছরের দণ্ড প্রাপ্ত পলাতক আসামি রবিউল ইসলাম তার শ্বশুর বাড়িতে অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গাংনী থানার ওসি মো: বজলুর রহমান জানান গ্রেফতারকৃত দণ্ড প্রাপ্ত আসামি রবিউল ইসলামকে আজ বুধবার সকালে ওয়ারেন্ট মুলে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

গাংনীতে গোদ রোগের উপর সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ সভা

‘গোদ রোগে যত্ন নিলে বিকলাঙ্গতা থেকে মুক্তি মেলে’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গাংনীতে উপজেলা পর্যায়ে গোদ রোগের উপর সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সভাকক্ষে লেপ্রা বাংলাদেশ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন ফাইলেরিয়াসিস নির্মূল, কৃমি নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষুদে ডাক্তার কার্যক্রম, রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার যৌথ বাস্তবায়নে এবং এসেন্ড প্রকল্প, ইউকেএইড এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় ১ দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উদ্বুদ্ধকরণ সভায় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ডা. মো. রিয়াজুল আলমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী পৌরসভার নব নির্বাচিত মেয়র আহম্মেদ আলী, গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, গাংনী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো: আলাউদ্দীন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই হামিদুল ইসলামের পরিচালনা ও উপস্থাপনায় পাওয়ার প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে গোদ রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে সম্যক ধারণা তুলে ধরা হয়। লেপ্রা বাংলাদেশের দেয়া

তথ্যানুযায়ী গাংনী উপজেলায় বর্তমানে ১৭ জন গোদ রোগী রয়েছে। এদের মধ্যে ১৪ জন মহিলা ও ৩ জন পুরুষ রোগী।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইউপিআই টেকনিশিয়ান আব্দুর রশীদের সঞ্চালনায় এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বামন্দী ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নুরজাহান বেগম, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও ডা.সাদিয়া সুলতানা, ডা. তরুরাজ দাশ,

বিশিষ্ট ছড়াকার সহকারী অধ্যাপক রফিকুর রশীদ রিজভী, লেপ্রা বাংলাদেশ এর জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন, পিএসকেএস’র প্রকল্প পরিচালক কামরুজ্জামান, সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের প্রতিনিধি আখতারুজ্জামান, ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, ষোলটাকা ইউপি চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি, গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম প্রমুখ।

সভায় সরকারী কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিকসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর আওয়ামীলীগ, ঐক্যবদ্ধ আওয়ামীলীগ- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি

গাংনীর আওয়ামীলীগ ঐক্যবদ্ধ আওয়ামী লীগ। তার প্রমাণ িেমিলছে গাংনী পৌর নির্বাচনে নৌকা মনোনীত প্রার্থী আহাম্মেদ আলীকে নির্বাচিত করার মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ দিয়েছে গাংনীর নৌকা প্রেমী জনগণ।

জনগণের আশা আকাংখাকে মুল্যদিয়ে গাংনীর উন্নয়নকে আরো গতিশীল রাখতে প্রয়োজনীয় সর্বাত্নক সহযোগীতা থাকবে সরকারের পক্ষ থেকে।

আলম, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সফররাজ হোসেন মৃদুল, জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম, সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক, রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু, কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানাসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বামন্দী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জিয়ার গণসংযোগ

বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে জিয়ার গণসংযোগ অব্যাহত রয়েছে। প্রতিদিনই চলছে বিভিন্ন ওয়ার্ডের স্থানীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের সাথে মতবিনিময়।

করোনাকালীন থেকে সাধারণ মানুষের মাঝে করোনা প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সচতেনতা সৃষ্টির পাশাপাশি নিজ উদ্যোগে বিতরণ করছেন মাস্ক। বিভিন্ন এলাকার কিশোরদের খেলার জন্য প্রদান করা হয়েছে ফুটবল।

নির্বাচনী মাঠে জিয়ার পদচারণায় মুখরিত থাকছে বামন্দী ইউনিয়নের প্রতিটি জনপদ। নির্বাচনী মাঠে একেবারে নতুন হিসেবে কয়েক মাসের মধ্যেই সামাজিক কর্মকান্ডে অংশ নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের জনপ্রিয়তায় ভাসছে সাবেক এই ছাত্রলীগ নেতা ও বর্তমান কৃষক লীগের আহবায়ক জিয়ারুল হক জিয়া।

সকলের চাওয়া তাকে তরুণ চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা। ইতোমধ্যে জিয়াকে সমর্থন দিয়েছেন, ইউনিয়নটির আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের স্ব স্ব ওয়ার্ডের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ সাধারণ মানুষ।

বামন্দী ইউনিয়ন যুব লীগের সহ-সভাপতি আরোজুল্লাহ বলেন, জিয়া আমাদের ছোটভাই। সে যদি নির্বাচনে আসে তাহলে আমরা স্বাগত জানাই, ইতিমধ্যে জিয়া বালিয়াঘাট ৪ নং ওয়ার্ডে গণ সংযোগ ও পথ সভা করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রবীন নেতা মোহাম্মদ আলী জানান, জিয়া আমাদের আওয়ামী লীগ পরিবারের সন্তান। আসন্ন নির্বাচনে ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান প্রার্থী হয়ে ভোট করতে চাই। আমার ওয়ার্ডে শুধু আমি না আওয়ামী লীগের প্রতিটি পরিবারের সর্বস্তরের মানুষ জিয়াকে গ্রহণ করেছে। জিয়ার মত সৎ যোগ্য ও শিক্ষিত মানুষ চেয়ারম্যান হয়ে আসলে সাধারণ মানুষ ভালো সেবা পাবে।

তরুন প্রার্থী জিয়া জানান, আমার বাবা বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের ১ নং নিশিপুর ওয়ার্ডের তিনবারের নির্বাচিত ইউপি সদস্য মুনতাজ আলী দীর্ঘদিন ধরে মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। আমি ও আমার বাবার মত মানুষের সেবা করতে চাই। জনপ্রতিনিধি হলে তৃণমূল মানুষের সেবা আরো বেশি বৃদ্ধি করা যাবে। ইউনিয়নবাসী যদি তাদের সেবা করার জন্য আমাকে সুযোগ দেয় তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

তিনি আরো বলেন, যেহেতু স্থানীয় নির্বাচন দলীয় প্রতীকে হবে সেক্ষেত্রে দল যদি আমাকে যোগ্য মনে করে মনোনয়ন প্রদান করে, তাহলে আমি নির্বাচন করবো। আর যদি মনোনয়ন না দেয় তাহলেও আমি নিজ উদ্যোগে যতটুকু পারি ইউনিয়ন বাসীর পাশে থেকে সাধারণ মানুষকে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেবো।